Sanatan Dharma

শালগ্রাম নারায়ণ শিলা

পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শালগ্রাম নারায়ণ শিলা :-
শালগ্রাম নেপালের মুক্তিনাথ এলাকায় পাওয়া গন্ডকী নদীতে গভীরে পাওয়া একটি মহাপবিত্র মহাদিব্য নারায়ণ শিলারত্ন । এইটি মূর্ত প্রতীক ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করা হয়। তেমনি অসাধারণ পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শালগ্রাম এর উপাসক তার সমস্ত প্রচেষ্টায় প্রচুর জ্ঞান, ভাল গুণ, সাহস এবং সাফল্য পান। শালগ্রাম পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শান্তি ও সুখ প্রদান করে। প্রতিটি প্রকৃত শালগ্রাম মহাদিব্য নারায়ণ শিলারত্ন এর চিহ্ন রয়েছে যা প্রায়ই ভগবান বিষ্ণুর চক্র সুদর্শন চক্রের প্রতিনিধিত্ব করে। বিষ্ণুর দৃশ্যমান এবং প্রাকৃতিক প্রতীক হিসেবে সারা দেশে মন্দির, মঠ এবং গৃহস্থালিতে শালগ্রাম পাথরের পূজা করা হয়। এই শালগ্রাম পাথরে স্নান করা জলে চুমুক দেওয়া অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারের জন্য একটি দৈনন্দিন অনুষ্ঠান। শালগ্রামের এই ক্ষমতা রয়েছে যে ব্যক্তি তার কাছে যে কোনও সংকল্প গ্রহণ করার জন্য অসাধারণ আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং সে চূড়ান্ত বিজয়ী হয়ে ওঠে। পবিত্র মহাদিব্য শালগ্রাম নারায়ণ শিলার উপাসক বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এবং তার জীবনে প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করে। শালগ্রামের উপাসক তার সমস্ত চেষ্টায় প্রজ্ঞা, ত্যাগ , বৈরাগ্য , ভক্তি ও উত্তম গুণাবলী, সাহস এবং সাফল্য পান এবং অন্তে পরম বৈকুন্ঠগতি লাভ করেন ও পরম মুক্তিলাভ করেন। ।
পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শালগ্রামশিলা কত রকমের হয় ও কি কি ???
পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শালগ্রামশিলা 20 ধরনের শালগ্রাম শিলা হয় -এটাই জানা যায়।শালগ্রাম পবিত্র মহাদিব্য রত্ন ভিতরে চক্র রয়েছে। এগুলি আকার, আকার, রঙ, খোলা (দ্বার), চক্র (প্রাকৃতিক খোদাই), লাইন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

1. লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলা: হালকা গা কালচে রঙের, একটি খোলার, চারটি চক্র এবং একটি লাইন।
2. প্রদ্যুম্ন শালগ্রাম শিলা: ছোট, উপরে একটি চক্র, এবং বাঁকা দিয়ে।
3. অনিরুদ্ধ শালগ্রাম শিলা: গোলাকার, হালকা হলুদ থেকে হলুদ রঙ, মসৃণ কাচের মতো প্রদর্শনী। শান্তি ও সুখ বয়ে আনে।
4. বাসুদেব শালগ্রাম শিলা: স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা করার সমতুল্য। গোল, চকচকে, একটি খোলার চারপাশে দুটি চক্র। ভক্তদের কাছে তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে।
5. সংক্ষিপ্ত শালগ্রাম শিলা: দুটি চক্র একে অপরের মুখোমুখি সামনের দিকে সংকীর্ণ এবং পিছনে বিস্তৃত। ব্রহ্মচারীদের জন্য, এটি জ্ঞান নিয়ে আসে।
6. নরসিংহ শালগ্রাম শিলা: অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করা হয়। দুটি চক্র রয়েছে এবং আকৃতি বৈচিত্র্যময়। এই শালগ্রামের ভক্ত হয়ে যান সর্বসঙ্গত্যাগী (ত্যাগী) এবং জিতেন্দ্রিয়।
7. লক্ষ্মী নরসিংহ শালগ্রাম শিলা: নরসিংহ শালগ্রামের মতো উগ্র নয়। এই শালগ্রামটি এইভাবে আনন্দদায়কতার মূর্ত প্রতীক।এটির একটি বিস্তৃত খোলা রয়েছে, দুটি চক্র রয়েছে এবং একটি মালার ধরনও রয়েছে।এটি ভক্তদের শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দেয়।
8. হায়গ্রীব শালগ্রাম শিলা: ঘোড়া দুটি চক্রের মুখোমুখি এত আকর্ষণীয় চেহারা নয়। বিশেষ করে জ্ঞানের জন্য (শিক্ষা)।
9. সুদর্শন শালগ্রাম শিলা: একটি চক্রের সাথে একটি সাধারণ রূপ রয়েছে।

10. গদাধরা শালগ্রাম শলিা: একটি চক্ররে সাথে খুব সাধারণ।
11. মধুসূদন শালগ্রাম শলিা: গা মঘেরে রঙ এবং চাকার আকৃতি। একটি বাছুররে পায.রে ছাপরে মতো লক্ষণ রয.ছে। খুবই পবত্রি।
12. লক্ষ্মীনারায.ণ শালগ্রাম শলিা: একটি রখো মত একটি মালা দয়ি.ে খোলা। গা মঘেরে রং, চারটি চক্র। খুব বরিল এবং বশিষে। ভক্তদরে সকল ইচ্ছা পূরণ করে।
13. লক্ষ্মীজনার্ধন শালগ্রাম শলিা: একটি রখো মত কন্িতু মালা ছাড.া, গা মঘেরে রং, চারটি চক্র। খুব বরিল এবং বশিষে। ভক্তদরে সকল ইচ্ছা পূরণ করে।
14. বামন শালগ্রাম শলিা: আকারে ছোট, কালো রঙরে হালকা ছায.া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নইে।
15. শ্রীধর শালগ্রাম শলিা: আকারে ছোট, কালো রঙরে হালকা ছায.া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নইে। কন্িতু রখোর মতো মালা দয়ি.ে। ভক্তদরে জন্য শুভকামনা এবং উন্নতি নয়ি.ে আসে।
16. রঘুনাথ শালগ্রাম শলিা: দুটি খোলা, চারটি চক্র এবং একটি বাছুররে অনুরূপ চহ্নি।
17. দামোদর শালগ্রাম শলিা: তুলনামূলক ভাবে বড়ো , সাধারণত মন্দরিে পাওয.া যায.। দুটি চক্র আছে।
18. রানা রাম শালগ্রাম শলিা: গোলাকার, মাঝারি আকাররে, দুটি চক্ররে সাথে, শশিুর চহ্নি, ধনুক এবং তীর চহ্নি।
19. রাজরাজশে্বর শালগ্রাম: গোলাকার, মাঝারি আকাররে, দুটি চক্ররে সাথে, শশিুর চহ্নি, ধনুক এবং তীর চহ্নি কন্িতু সাতচক্র এবং ছাতার চহ্নি (ছত্রী) সহ। ভক্তদরে কাছে রাজ যোগ এবং রাজা সন্মান এনছে।
20. অনন্ত শালগ্রাম শলিা: 14 টি চক্র সহ কালো কালো। শালগ্রামরে সবচয়ে.ে পবত্রি। খুব দুর্লভ...

পবত্রি মহাদব্যি রত্ন শালগ্রাম নারায়ণ শলিা :-
শালগ্রাম নপোলরে মুক্তনিাথ এলাকায. পাওয.া গন্ডকী নদীতে গভীরে পাওয.া একটি মহাপবত্রি মহাদব্যি নারায়ণ শলিারত্ন । এইটি মূর্ত প্রতীক ভগবান বষি্ণুর উপাসনা করা হয.। তমেনি অসাধারণ পবত্রি মহাদব্যি রত্ন শালগ্রাম এর উপাসক তার সমস্ত প্রচষে্টায. প্রচুর জ্ঞান, ভাল গুণ, সাহস এবং সাফল্য পান। শালগ্রাম পবত্রি মহাদব্যি রত্ন শান্তি ও সুখ প্রদান করে। প্রতটিি প্রকৃত শালগ্রাম মহাদব্যি নারায়ণ শলিারত্ন এর চহ্নি রয.ছে যা প্রায.ই ভগবান বষি্ণুর চক্র সুদর্শন চক্ররে প্রতনিধিত্বি করে। বষি্ণুর দৃশ্যমান এবং প্রাকৃতকি প্রতীক হসিবে সারা দশেে মন্দরি, মঠ এবং গৃহস্থালতিে শালগ্রাম পাথররে পূজা করা হয.। এই শালগ্রাম পাথরে স্নান করা জলে চুমুক দওেয.া অনকে ধর্মপ্রাণ হন্িদু পরবিাররে জন্য একটি দনৈন্দনি অনুষ্ঠান। শালগ্রামরে এই ক্ষমতা রয.ছে যে ব্যক্তি তার কাছে যে কোনও সংকল্প গ্রহণ করার জন্য অসাধারণ আত্মবশি্বাস প্রদান করে এবং সে চূড.ান্ত বজিয়ী হয.ে ওঠে। পবত্রি মহাদব্যি শালগ্রাম নারায়ণ শলিার উপাসক বুদ্ধমিান সদ্ধিান্ত নতিে সক্ষম এবং তার জীবনে প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধরি অভজি্ঞতা লাভ করে। শালগ্রামরে উপাসক তার সমস্ত চষে্টায. প্রজ্ঞা, ত্যাগ , বরৈাগ্য , ভক্তি ও উত্তম গুণাবলী, সাহস এবং সাফল্য পান এবং অন্তে পরম বকৈুন্ঠগতি লাভ করনে ও পরম মুক্তলিাভ করনে। ।
পবত্রি মহাদব্যি রত্ন শালগ্রামশলিা কত রকমরে হয় ও কি কি ???
পবত্রি মহাদব্যি রত্ন শালগ্রামশলিা 20 ধরনরে শালগ্রাম শলিা হয় -এটাই জানা যায.।শালগ্রাম পবত্রি মহাদব্যি রত্ন ভতিরে চক্র রয.ছে। এগুলি আকার, আকার, রঙ, খোলা (দ্বার), চক্র (প্রাকৃতকি খোদাই), লাইন ইত্যাদরি উপর ভত্তিি করে শ্রণেবিদ্ধ করা হয.ছে। তাদরে মধ্যে কয.কেটি নম্নিরূপ:
1. লক্ষ্মীনারায.ণ শালগ্রাম শলিা: হালকা গা কালচে রঙরে, একটি খোলার, চারটি চক্র এবং একটি লাইন।

Published on: Sep, 27 2022 16:40

2. প্রদ্যুম্ন শালিগ্রাম শিলা: ছোট, উপরে একটি চক্র, এবং বাঁকা দিয়ে।
3. অনিরুদ্ধ শালিগ্রাম শিলা: গোলাকার, হালকা হলুদ থেকে হলুদ রঙ, মসৃণ কাচের মতো প্রদর্শনী। শান্তি ও সুখ বয়ে আনে।
4. বাসুদেব শালিগ্রাম শিলা: স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা করার সমতুল্য। গোল, চকচকে, একটি খোলার চারপাশে দুটি চক্র। ভক্তদের কাছে তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে।
5. সংক্ষিপ্ত শালিগ্রাম শিলা: দুটি চক্র একে অপরের মুখোমুখি। সামনের দিকে সংকীর্ণ এবং পিছনে বিস্তৃত। ব্রহ্মচারীদের জন্য, এটি জ্ঞান নিয়ে আসে।
6. নরসিংহ শালিগ্রাম শিলা: অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করা হয়। দুটি চক্র রয়েছে এবং আকৃতি বৈচিত্র্যময়। এই শালগ্রামের ভক্ত হয়ে যান সর্বসঙ্গতিগী (ত্যাগী) এবং জিতেন্দ্রিয়।
7. লক্ষ্মী নরসিংহ শালিগ্রাম শিলা: নরসিংহ শালিগ্রামের মতো উগ্রা নয়। এই শালিগ্রামটি এইভাবে আনন্দদায়কতার মূর্ত প্রতীক।এটির একটি বিস্তৃত খোলা রয়েছে, দুটি চক্র রয়েছে এবং একটি মালার ধরনও রয়েছে।এটি ভক্তদের শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দেয়।
8. হায়গ্রীব শালিগ্রাম শিলা: ঘোড়া দুটি চক্রের মুখোমুখি। এত আকর্ষণীয় চেহারা নয়। বিশেষ করে জ্ঞানের জন্য (শিক্ষা)।
9. সুদর্শন শালিগ্রাম শিলা: একটি চক্রের সাথে একটি সাধারণ রূপ রয়েছে।
10. গদাধরা শালিগ্রাম শিলা: একটি চক্রের সাথে খুব সাধারণ।
11. মধুসূদন শালিগ্রাম শিলা: গা মেঘের রঙ এবং চাকার আকৃতি। একটি বাছুরের পায়ের ছাপের মতো লক্ষণ রয়েছে। খুবই পবিত্র।
12. লক্ষ্মীনারায়ণ শালিগ্রাম শিলা: একটি রেখা মত একটি মালা দিয়ে খোলা। গা মেঘের রং, চারটি চক্র। খুব বিরল এবং বিশেষ। ভক্তদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে।
13. লক্ষ্মীজনার্ধন শালিগ্রাম শিলা: একটি রেখা মত কিন্তু মালা ছাড়া, গা মেঘের রং, চারটি চক্র। খুব বিরল এবং বিশেষ। ভক্তদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে।
14. বামন শালিগ্রাম শিলা: আকারে ছোট, কালো রঙের হালকা ছায়া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নেই।
15. শ্রীধর শালিগ্রাম শিলা: আকারে ছোট, কালো রঙের হালকা ছায়া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নেই। কিন্তু রেখার মতো মালা দিয়ে। ভক্তদের জন্য শুভকামনা এবং উন্নতি নিয়ে আসে।
16. রঘুনাথ শালিগ্রাম শিলা: দুটি খোলা, চারটি চক্র এবং একটি বাছুরের অনুরূপ চিহ্ন।
17. দামোদর শালিগ্রাম শিলা: তুলনামূলক ভাবে বড়ো , সাধারণত মন্দিরে পাওয়া যায়। দুটি চক্র আছে।
18. রানা রাম শালিগ্রাম শিলা: গোলাকার, মাঝারি আকারের, দুটি চক্রের সাথে, শিশুর চিহ্ন, ধনুক এবং তীর চিহ্ন।
19. রাজরাজেশ্বর শালিগ্রাম: গোলাকার, মাঝারি আকারের, দুটি চক্রের সাথে, শিশুর চিহ্ন, ধনুক এবং তীর চিহ্ন কিন্তু সাতচক্র এবং ছাতার চিহ্ন (ছত্রী) সহ। ভক্তদের কাছে রাজ যোগ এবং রাজা সন্মান এনেছে।
20. অনন্ত শালিগ্রাম শিলা: 14 টি চক্র সহ কালো কালো। শালিগ্রামের সবচেয়ে পবিত্র। খুব দুর্লভ...

Published on: Sep, 27 2022 16:40